দেছে তো ঠুইক্যা

-মোহাম্মদ ইরফান

ডিসেম্বর, ২০০৭

(কয়েকজন বন্ধু একসাথে কথা বলতে বলতে স্টেজে ঢুকবে।)

আলীঃ হোনছেন, দেছে তো ঠুইক্যা।

জাফরঃ ঠুইক্যা আবার কে? তোমার কোন বন্ধু? খুব বড় গরু দিল বুঝি?

আলীঃ আরে না, না, আমি কই কি? আর আমার সারিন্দায় বোজে কি? মামলা ঠুইক্যা দেছে। কেইস বোজেন? কেইস?

বিল্লাহঃ অ বুঝবার পারছি, হালায় নুতন কেইস ফিট করছে, তা কেইসটা কেডা? কুন মহল্লার?

আলীঃ আরে না বেডা মাউরা, হেইয়া তোমাগো ফেটিং কেইস না। এইয়া হইল গিয়া কোর্ডের কেইস। কোর্ট বোজ? কাচারী?

মকনঃ ওতা কওনা কেনে? মাজিশট্রেট সাবের আদালতে মকদমা অইছে।

মনতাজঃ এই বাবু বুইজজে। এই বাবু বুইজজে।

আলীঃ এই বেডা বিল্লা, দ্যাখছ? মকনের মাতাডা কমলালেবুর মতন গোল অইলে কি অয়, ভেতরে মাল আছে।

জাফরঃ যাক বাবা, এতক্ষণে বোঝা গেল যে একটি মামলা হয়েছে। তো তাতে হলোটা কি? এমন কতশত মামলাই তো হচ্ছে আজকাল। ছাত্র-শিক্ষক সব মামলার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জংলী আইনে তো আবার জামিনও নেই। বিচার বিভাগ স্বাধীন হলো, আর আমরা সব নুতন করে পরাধীন হলাম।

আলীঃ আরে শাদিন মানে তোমার বি-চা-র-কে শাদিন। ফিরি! ডিসির কতা হুইন্যা আর মেজিস্টেটেরগো মতন পালটি খাইবে না। বোজ?

জাফরঃ আরে ভাই দেখ শেষ পর্যন্ত কি হয়। বিচারকেরা না আবার বিচার মন্ত্রীর কথায় ওঠা বস শুরু করে। পৃথক হল ঠিকই, কিন্তু বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন তো আর হল না।

আলীঃ হেই বা কম কি?

জাফরঃ আরে ভাই স্বপ্নেই যখন পোলাও খাব, তখন ঘি বেশী দিতে দোষ কি?

আলীঃ হেইডা না। কও, পঁচা গি খাইয়া তোমাগো প্যাডে আর বালা তা লয় না।

মকনঃ গি খাইছিলাম ভাই আমার ফুতরার বাড়ীত। ফুরীর বিয়া দিছি টাঙ্গা-ইল। দামাদোর বড়জনে আইজ-ও গুয়ালার কাম করে। নিজের হাতত গি বানায়। আহারে গি, যেলান কালার, ওলান গ্রান।

বিল্লাহঃ আরে থোও তোমার টাঙ্গাইল। অরা ঘি বানান হিকচে কই জাননি? আমাগো বিক্রমপুরের মাইনসের থন। এই যে ঢাকাই বাখরখানী, আর পুরান ঢাকার মোগলাই, ওডি কি তোমার টাঙ্গাইলের বাসী ঘিয়ের লাইগা বইয়া থাকে নাকি? (তুড়ি বাজানোর ভঙ্গি করে) দেহ মিয়া, বিক্রমপুরের ফেরেশ ঘি দেহ, কেমন পিছলাইয়া যায়,পিছলাইয়া যায়।

মনতাজঃ এরে, আঁই এককানা কই। আঙ্গো জ'নারানহুরের গিয়ের রুটি খাই আঁই একদিন হেনীর মুই হঁথ দিছি। বিচখানে গঞ্জে হঁচি চাঁর দোয়ানে বইচি। কিরে? বেকগুনে আর দিঁকে রেণী রইছে। চাঁর দোয়ানের মেসিয়াররে বোলাই কইলাম, কিরে বেডা, আঁই কি নোয়া আইছিনি? হেতে কয়, ‘বাউরে মামু, কি কইতাম, আন্নের গালের বিত্তেরতুন এত সোন্দর গেরান বাইরর। আন্নে আইজ্জা কি খাইছেন-ও?’ এরে, আল্লার হুকুম, হাঁচা কতা কইয়ের।

জাফরঃ আরে তোমরা তো আসল কথা-টাই ভুলে যাচ্ছ। তা আলী কে কার বিরুদ্ধে মামলা করল?

আলীঃ হ, কিয়ের মইদ্যে কি, ভাতের আগে গি। যাউক, যা কইতে আছিলাম। রেজাকারেরা না বেশী ফালাফালি করতে আছিল....

মকনঃ হ হ, তারার দল বলে কোন চুর নাই

বিল্লাহঃ হ চোর নাইক্যা, ডাকাইত আছে। অগো ডাকাইতে রগ কাটে, ক্ষুর দিয়া পোচায়।

মনতাজঃ আহহারে,আঙ্গো হাডারী বাড়ীর ছোড হোলা গেছিল চিটাঙ্গে হইড়ত। হেতারে মারি তুজা তুজা করি দিছে। হেতে বলে বেডী আইতের লগে বাইচলামি করে।

আলীঃ আরে হোন হোন, এক মুক্তিযোদ্ধায়, মামলা ফাইল করছে, সব রেজাকারের নামে। বোজ এবার?

জাফরঃ ও হ্যঁ হ্যাঁ শুনেছি, তা এসব নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করে লাভ কি? অনেকদিন তো হল।

আলীঃ অ, অহন খোঁচাখুঁচি বাল লাগে না, হ্যাঁ। এই বেডা, হেরা যহন বেয়নেট দিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া মারছে, তহন তুমি কই আছিলা? এহন যদি ছাইর‍্যা দাও, তো আবার দেবেনে।

মকনঃ আলীর কতা কারেক্ট। তারায় যেলান করছে, তারার বিচার না করলে গুটা দুনিয়া আমারারে আর ভালা ফাইত নায়

মনতাজঃ এরে, আঁইও সাফোট করি। হেগুনের হোন্দের মইদ্যে লাতি মারি বঙ্গোপসাগরে হালাই দওন। কিয়ের এসব বিচার মিচার।

বিল্লাহঃ হ, মাইরা হালাগো হাড্ডি গুড়া কইরা দেওন লাগছিল।

জাফরঃ উত্তেজিত হবে না, উই শুড সলভ ইট ইন এ পিসফুল ওয়ে।

আলীঃ হ, উত্তেজিত হইবে না, এতদিন বইয়া বইয়া আঙ্গুল চোষছে, এখনও চোষবে।

জাফর ঃ তাইত, এত বছর কোন বিচার হল না, এখন কেন হঠাৎ বিচারের কথা উঠছে?

মকন ঃ কেনে? হুন। আমার ফুয়া মেলাদিন লন্ডন আছিল। বিয়া শাদি করছে না। বাদে হেদিন দেশে ফিরিয়া বিয়া করছে। এখন তার তার মায়ে যদি কইত এতদিন বিয়া করছ না, অহন কিলা করতা, ত হে কই যাইত?

বিল্লাহঃ ওই জাফরা, তোমার তো অনেকদিন ধইরাই হাই ডাইবেটিস। তোমারে না হালায় সফি ডাক্তারে হেইদিন কইছে ভাতের বদলা রুটি খাইতে? তা এদ্দিন তো ভকভক কইরা তিনবেলা ভাত গিলছ, তো অহনে কি রুটি ধরবা? না ভাত খাইয়া সহীদ হবা?

মনতাজঃ এরে, আঁই একবার ধান কাইটত যাই এক্কই লগে হাঁচদিন হাতরে আছিলাম। শুক্কুরবার নামাযের লাই বাড়ীত আই চাই আঁর হাইখানা উপচি উপচি হড়ের। হোলা হাইনে তো জানে না কেন্নে কিয়া করে। আঁই দুই ঘন্টা দরি বেক হরিস্কার কইরচি। তো আঁই যদি কইতাম, হাঁচদিন সাফ করি ন, (ব্যঙ্গ ভঙ্গীমা করে) এখন কেন হঠাৎ...

জাফর ঃ মানছি, মানছি। তোমাদের কথায় যুক্তি আছে। কিছু একটা হওয়া দরকার। কিন্তু এসব করতে গিয়ে দেশে আবার একটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে না তো। ওদের দিকেও তো ভালই লোকজন আছে।

আলীঃ হ হেইডা মুই মানি। কিন্তু হেরা তো ভোট লয় কায়দা কইরা। আল্লার কতা কইয়া লোকজনেরে ভোলায়। আর আল্লার কতা হোনলে তো বেবাকের মনডা নরম হইয়া যায়, কি তোমাগো অয় না, বন্ধু?

বিল্লাহঃ হ, হ। তয় সবাই মিলা যদি ঠিকমত পাবলিকেরে বোঝান যায়, দুই চাইরটা ইবলিস ছাড়া কেউ অগোরে ভোট দিব না।

মকন ঃ তারা যেই শান-শওকত করি লাইছে। আমরার জিন্দাবাজারে বড় মার্কেট, হসপিটাল, ইস্কুল। আমরা ফারমু নি তারার লগে? বহুত ফাইট করণ লাগব।

মনতাজঃ আরে হাইট কিত্ত? গান্দীবাবু এক হইসার নুন না কিনি বিটিশেরে কাঁফাই দিছে। (স্বগতোক্তি) আহারে আঙ্গো মাইনসে হেতার ছাগলগা খাই লাইছে। (স্বগতোক্তি শেষ)। তো আমরা কেউ হেতাগো দোয়ানের তুন কিছু কিনতাম ন, হেতাগো হসপিটালে ভর্তি অইতাম ন। বিদেশে যাইত আইতে হেতাগোরে চেক দিমু? হেতারা হইসা হাইব কই?

জাফর ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নন ভায়োলেন্ট ওয়েতে কিছু একটা করতে হবে। উই কেনট এফোর্ড এনি মোর ভায়োলেন্স। পালের গোদাগুলোর বিচার করতে হবে, বয়কট বর্জন করে ওদের দুর্বল করে দিতে হবে। আর ওদের বিভ্রান্ত নেতা-কর্মীদের ভুল শোধরানার সুযোগ দিতে হবে।

আলীঃ ক্যা, বেভরান্তগোর লাইগা আবার আলাদা ক্যা। হেরা যাগোরে মাইর ধইর করছে, তারা কি তা মানবে?

জাফর ঃ তার জন্য তো উপায় আছেই। যারা মেরেছে এবং যারা মার খেয়েছে তাদের এক টেবিলে বসাতে হবে। হামলাকারী তার দোষ স্বীকার করবে, হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে। যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবেই হামলাকারী ক্ষমা পাবে।

আলীঃ বোজছি, আমাগো ব্যরিস্টার সাবে জেডা করছে। সব ধইরা ধইরা ভরছে। এহন টুরুথ কমিশনে জরিমানা দিয়া ফুরুত কইরা বাইর হইয়া যাইবে। তা ধরার দরকার-ডা আছেল কি?

জাফর ঃ ওয়েল, এধরনের একটা ব্যাপার দক্ষিণ আফ্রিকা-য় প্রথম হয়, বর্ণবাদের অবসানের পর। আরো কিছু দেশ পরে এই সমঝোতা প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করে। তোমার দেশী ভাই নামটা ধার করেছে ঠিকই। কিন্তু দ্বন্দ নিরসনের পরিবর্তে সে এটি লাগাচ্ছে চোরের পাপমোচনের কাজে। তাও আবার কেবল কিছু পকেট ভারী চোরের ক্ষেত্রে। বোঝ কিছু?

আলীঃ হেই বন্দু, তুমি দেহি আমার কতা কও। যাক আইজকা একটা কথা প্রমাণ হইল। এই রেজাকারের বিচারের দাবীতে আমারা সবাই একই পাইলে কতা কই। একই রকম ভাবি। তা খালি ভাবলে তো হইবে না। কিছু করতেও অইবে। চল এহনই শুরু করি।

সবাইঃ চল, চল।